এফএনএস বিদেশ : শ্রীলঙ্কার একটি কারাগারে কারারক্ষীদের সঙ্গে বন্দিদের সংঘর্ষে অন্তত ছয় জন নিহত ও ৫২ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। বিবিসি জানায়, শ্রীলঙ্কার কারাগারগুলোতে করোনাভাইরাস সংক্রমণ বাড়ছে। দেশটির উপচে পড়া কারাগারগুলোর প্রায় এক হাজার বন্দি ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যেই মহামারী নিয়ে আতঙ্কিত বন্দিরা ব্যবস্থা উন্নতকরণ ও আগাম জামিনে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ করছে। পুলিশের মুখপাত্র আজিথ রোহানা জানিয়েছেন, মাহারা কারাগারের কারারক্ষীরা ‘বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বল প্রয়োগ করে’। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছে, দাঙ্গা থামাতে কারারক্ষীরা গুলি করে। কারাগারের আশপাশের বাসিন্দাদের উদ্ধৃতি দিয়ে তারা কারাপ্রাঙ্গণে ‘বিশাল আগুন’ দেখেছেন বলে স্থানীয় সংবাদ প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছে। আহতদের স্থানীয় রাগামা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে পুলিশের উপপরিদর্শক আজিথ রোহানা বিবিসি সিনহালাকে জানিয়েছেন। মাহারা কারাগারকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য অভিজাত পুলিশ কমান্ডোদের একটি দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি পুলিশের পাঁচটি দলও মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রোহানা। শ্রীলঙ্কার কারাগারগুলোতে কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যেই সম্প্রতি বেশ কয়েকটি কারাগারে দাঙ্গার ঘটনা ঘটছে। রাজধানী কলম্বোর ওয়েলিকাদা কারাগারের একদল বন্দি কারাগার ভবনের শীর্ষে উঠে জামিনের দাবিতে প্রতিবাদ শুরু করেছিল। আগুনাকোলাপালাসা কারাগারের আরেকদল বন্দি টানা আট দিন ধরে প্রতিবাদ করে আসছে, তাদের কারাগারের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ জানাচ্ছেন তারা। অধিকার আন্দোলনকারী গোষ্ঠীগুলো জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কার কারাগারগুলোর ধারণ ক্ষমতা ১০ হাজার হলেও সেখানে প্রায় ২৬ হাজার বন্দিকে রাখা হয়েছে। গত মাসে শ্রীলঙ্কার গার্মেন্ট কারখানা ও মাছের বাজারগুলোতে ভাইরাস সংক্রমণ নতুন করে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কায় শনাক্ত করোনাভাইরাস রোগীর সংখ্যা ২৩ হাজার ৪৮৪ জন এবং এ পর্যন্ত ১১৬ জনের মৃত্যুর কথা জানা গেছে।